<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>
<u>দেওয়ানী আপিল বিচার বিভাগ</u>
<u>আপীল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ
সম্মানীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন
এবং
সম্মানীয় বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস

২০২২ সালের এফএ ১৭২

শ্রীমতী শিখা মালাকার এবং আরেকজন

বনাম

শ্রী প্রসিনজিৎ সাহা এবং অন্যান্যরা

আপিলকারীদের জন্য	:	**শ্রী শিবাজি কুমার দাস, আইনজীবী**
	:	**শ্রীমতি রূপসা শ্রীমানি, আইনজীবী**
	:	**শ্রীমতি সুরঞ্জা ভট্টাচার্য, আইনজীবী**
উত্তরদাতাদের জন্য	:	**শ্রী তাপস কে. আর. ভট্টাচার্য, আইনজীবী**
	:	**শ্রী প্রবীর মজুমদার, আইনজীবী**
	:	**শ্রী বিষ্ণু প্রসাদ সিংহ রায়, আইনজীবী**
শুনানি শেষ হয়েছে	:	**২৯.০৮.২০২৩**
রায়	:	**১৭.১০.২০২৩**

<u>বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস : -</u>

১. ২০১৪ সালের টি.এস. নং ১৯১ এর সাথে সম্পর্কিত নদীয়ার কৃষ্ণনগরের দ্বিতীয় আদালতের বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ (বরিষ্ঠ ডিভিশন) কর্তৃক প্রদত্ত ১৫.০২.২০২২ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রিকে চ্যালেঞ্জ করে বাদী/আপিলকারীদের নির্দেশে তাৎক্ষণিক আপিল করা হয়েছে।

২. বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রি পাস করে বিদ্বান বিচারিক আদালত বাদীদের দ্বারা দায়ের করা মামলাটি খারিজ করে দেয় যা বাদীদের তফসিলে উল্লিখিত মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিভাজনের জন্য অনুরোধ করে।

৩. বিদ্বেষপূর্ণ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রি দ্বারা ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে বাদী/আপিলকারীরা তাত্ক্ষণিক আপিলটি পছন্দ করেছেন।

৪. বাদীদের মামলা হল যে মামলার সম্পত্তিটি মূলত সুখচাঁদ বাওরি, ফুলচাঁদ বাওরি, কুমারী বাওরি, লাব বাওরির সমান শেয়ারে ছিল এবং তাদের নাম আর.এস. খতিয়ান নং ২৭১-এ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এরপর, এই আর.এস. রেকর্ডকৃত ভাড়াটেরা তাদের শেয়ার প্রবোধ কুমার সরকার এবং প্রভাত কুমার সরকারের কাছে হস্তান্তর করেন এবং এইভাবে, তারা মামলার প্লটের ৮.২৫ শতাংশ জমির মালিক হন। প্রবোধ কুমার সরকার এবং প্রভাত কুমার সরকার তাদের ৮.২৫ শতাংশ জমি গৌতম ঘোষ, পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ এবং প্রিয়ব্রত ঘোষের কাছে ৯.০৮.১৯৮৮ তারিখের ৯৯৬৮ নং নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তর করেন। গৌতম চন্দ্র ঘোষ এবং পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ যৌথভাবে ২৯.১০.২০১০ তারিখে তাদের ২ শতাংশ ভাগের জমি প্রিয়ব্রত ঘোষের কাছে বিক্রি করেন, নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ৩৭৭০ অনুসারে। এরপর প্রিয়ব্রত তার ক্রয়কৃত অংশ থেকে ১.৭৭ শতাংশ জমি গৌরাঙ্গ ঘোষের কাছে বিক্রি করেন, যিনি তার ১.৭৭ শতাংশ জমি বাদী নং ২-এর কাছে ১০.১০.২০১২ তারিখে একটি নিবন্ধিত দলিল নং ১২২৯৭ অনুসারে হস্তান্তর করেন। এরপর প্রিয়ব্রত আবার ১০.১০.২০১২ তারিখে একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ১২৯৯৯ অনুসারে তফসিলি প্লটের ২.৬৬ শতাংশ জমি বাদী নং ১-এর কাছে বিক্রি করেন এবং এই বাদী নং ১ হলেন বাদীর ২-এর মা। আপিলকারী/বাদীরা জানিয়েছেন যে তাদের নাম বর্তমান অধিকারের রেকর্ডে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তারা সরকারকে রাজস্ব প্রদান করছেন।

৫. আপিলকারী/বাদীদের দ্বারা বলা হয়েছে যে বিবাদীরা তাদের সাথে জমির নির্ধারিত প্লটের সহ-অংশীদার এবং সহ-মালিক এবং সেই বিবাদীরা মূল মালিক সুকচাঁদ এবং অন্যদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে স্থানান্তরের পরে সহ-অংশীদার হয়ে ওঠে।

৬. এই আপিলকারীরা বিবাদী/বিবাদীদের কাছে ভোগান্তিতে রয়েছেন কারণ তফসিলভুক্ত সম্পত্তিগুলি এখনও মেটে এবং সীমা দ্বারা এবং আইন অনুসারে ভাগ করা হয়নি। যেহেতু বিবাদী/বিবাদীরা পক্ষগুলির শান্তিপূর্ণ যৌথ দখলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, তাই বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে এই বাদীরা আইনের বিধান অনুসারে মামলা সম্পত্তি ভাগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আদালতের দরজায় কড়া নাড়ছেন।

৭. বিবাদীরা বিচারিক আদালতে মামলায় হাজির হয়ে লিখিত বিবৃতি দাখিল করে বলেন যে, গৌতম ঘোষ, পূর্ণ চন্দ্র এবং প্রিয়ব্রত ঘোষ মামলার সম্পত্তির ৮.২৫ শতাংশ জমির মালিক ছিলেন, যা তারা ৯.০৮.১৯৮৮ তারিখের ৯৯৬৮ নং নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে প্রভাত কুমার সরকার এবং প্রবোধ কুমার সরকারের কাছ থেকে যথাযথ স্পেসিফিকেশন সহ পেয়েছিল। আসামীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, গৌতম ঘোষ, পূর্ণ ঘোষ এবং প্রিয়ব্রত ঘোষ ২৯.১০.২০১০ তারিখে মামলার প্লটের ৮ শতাংশ জমি বিবাদী নং ১-এর কাছে যথাযথ স্পেসিফিকেশন সহ বিক্রি করেছেন, নং ১৩৭৬৯ নং বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে এবং ক্রয়ের তারিখ থেকে বিবাদী নং ১-এর জমির মালিকানা রয়েছে যা তিনি সীমানা নির্ধারণ করে কিনেছেন। আসামিপক্ষের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, উক্ত গৌতম ঘোষ, প্রুণা চন্দ্র ঘোষ ২৯.১০.২০১০ তারিখে তাদের ভাই প্রিয়ব্রত ঘোষকে মামলার প্লটের ৪.২৫ শতাংশ জমি উপহার দিয়েছেন। আসামিপক্ষের যুক্তি অনুসারে, প্রিয়ব্রত ঘোষের পূর্বে তাদের দেওয়া অংশটি বিবাদী নং ১-কে হস্তান্তর করার কোনও বিক্রয়যোগ্য অধিকার ছিল না এবং তাই বাদীদের তাদের ক্রয়কৃত এলাকা অনুসারে কোনও অধিকার, স্বত্ব এবং দখল নেই।

৮. আপিলকারীদের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী আমাদের কাছে বলেন যে, পূর্ববর্তী মালিকদের পক্ষ থেকে একাধিকবার হস্তান্তরের পর গৌতম ও পূর্ণা ঘোষের মামলার জমিতে প্রায় ০.৭ দশমিক জমির একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল তা কোনও পক্ষের ক্ষেত্রেই নয়। বিদ্বান বিচার আদালত এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, উভয় পক্ষই আবেদনে উল্লেখ করেনি যে, উক্ত গৌতম ও পূর্ণার ০.১৭ দশমিক জমি ছিল এবং তাদের মামলার প্রয়োজনীয় পক্ষ হিসাবে নথিভুক্ত করা হবে।

৯. এটি বিতর্কিত নয় যে উভয় পক্ষই গৌতম ঘোষ, পূর্ণা ঘোষ এবং প্রিয়ব্রত ঘোষের কাছ থেকে তাদের সঠিক মালিকানা এবং সুদ অর্জন করেছিল, যারা স্বীকার করেছে যে মামলা সম্পত্তিতে ৮ দশমিক ২৫ দশমিক জমির মালিক ছিল। উক্ত গৌতম এবং পূর্ণা বাদী মামলা অনুযায়ী প্রিয়ব্রতকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন যিনি পালাক্রমে এটি গৌরাঙ্গ ঘোষের কাছে বিক্রি করেছিলেন এবং তারপরে, উক্ত গৌরাঙ্গ ঘোষ বাদী নং ২-এর কাছে ১ দশমিক ৭৭ দশমিক জমি ১০.১০.২০১২-এ নথিভুক্ত দলিল বিক্রির মাধ্যমে বিক্রি করেছিলেন। প্রিয়ব্রত ঘোষ বাদী নং ২-এর মায়ের কাছে ২ দশমিক ৬৬ দশমিক জমি বিক্রি করেছিলেন অর্থাৎ ১০.১০.২০১২

১০. বিবাদীপক্ষের পক্ষ থেকে বলা হয়, গৌতম ঘোষ, পূর্ণ ঘোষ ও প্রিয়ব্রত ঘোষ ২৯.১০.২০১০ তারিখে বিবাদী নং ১ এর কাছে ৪ ডেসিমেল জমি বিক্রি করেছেন বিক্রয়ের নিবন্ধিত দলিল নং ১৩৭৬৯ এটি আরও বিবাদীদের দ্বারা প্রমাণিত যে গৌতম ঘোষ এবং প্রিয়ব্রত ঘোষ অনুকূলে ৪.২৫ ডেসিমেল জমি উপহার দিয়েছেন তাদের ভাই প্রিয়ব্রত ২৯.১০.২০১০ তারিখে উপহারের দলিল নং ১৩৭৭০ বিবাদী নং ১ এর পক্ষে বিক্রয় দলিল নিবন্ধনের পরে।

১১. বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মামলা নিষ্পত্তির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তৈরি করেছেঃ-

i. মামলাটি কি আইন এবং আকারে রক্ষণযোগ্য?

ii. বাদীদের তাৎক্ষণিক ফাইল করার জন্য কোনও পদক্ষেপের কারণ আছে কিনা স্যুট?

iii. মামলাটির সম্পত্তি ভাগ করার জন্য দায়বদ্ধ কিনা এবং পক্ষগুলি এর সহ-অংশীদার কিনা ?

iv. মামলার সম্পত্তির ক্ষেত্রে বাদীর কোনও রাত, মালিকানা, সুদ এবং দখল রয়েছে কি না ?

v. বাদীরা মামলা সম্পত্তিতে ৪.৪৩ দশমিক জমির বিষয়ে তাদের মালিকানা ঘোষণার জন্য অনুরোধ অনুযায়ী বিভাজনের ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী কিনা ?

vi. আইন ও ন্যায্যতার অধীনে বাদীরা অন্য কোন ত্রাণ/ত্রাণগুলি, যদি থাকে, পাওয়ার অধিকারী।

১২. এই মামলায়, বাদীর পক্ষে বাদী নং ২ সহ তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। যেখানে আসামী এই মামলায় আসামী নং ১ সহ তিনজন সাক্ষীর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। উভয় পক্ষের পক্ষে নথিপত্র উপস্থাপন করা হয়েছিল। মনে হচ্ছে যে আসামী/আপীলকারীরা এই যুক্তি গ্রহণ করেননি যে বাদী/আপীলকারীদের দ্বারা দায়ের করা মামলাটি প্রয়োজনীয় পক্ষের সাথে যোগদান না করার জন্য খারাপ এবং আদালত কর্তৃক প্রয়োজনীয় পক্ষের সাথে যোগদান না করার জন্য মামলাটি খারাপ কিনা সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন তৈরি করা হয়নি। DW 1 এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে তিনি স্বীকার করেছেন যে মামলার পক্ষগুলি তাদের নিজ নিজ অংশ অনুসারে যৌথভাবে তফসিলি সম্পত্তির মালিক এবং তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে তিনি তার পিতা (মৃত আসামী নং ২) এর সাথে গৌতম, পূর্ণ এবং প্রিয়ব্রত ঘোষের কাছ থেকে তার ৪ শতাংশ জমি কেনার আগে ৭ শতাংশ জমি কিনেছিলেন। বিজ্ঞ বিচার আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে উভয় পক্ষই মামলার প্লটের সহ-ভাগীদার এবং তারা কোনও সীমানা ছাড়াই যৌথভাবে একই জমির মালিক। মামলার প্লটের অংশ বাদীর পাশাপাশি বিবাদীর বিক্রেতার কাছে হস্তান্তর করার পরেও গৌতম এবং পূর্ণ ঘোষের কাছে একটি ক্ষুদ্র অংশ রয়ে গেছে, এমনটি কোনও পক্ষের ক্ষেত্রেই নয়।

১৩. আসুন দেখি যে কোনও আদালত রেকর্ডের প্রমাণ থেকে উদ্ভূত নয় এমন একটি নতুন মামলা তৈরি করতে পারে কিনা। আসামীরা এই আবেদনটি গ্রহণ করেনি যে ধারাবাহিক স্থানান্তরের পরে গৌতম ও পূর্ণার মামলা প্লটে প্রায় ০.১৭ দশমিক জমির একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল এবং তাদের মামলায় পক্ষভুক্ত করতে হয়েছিল এবং গৌতম ও পূর্ণের নন-জায়ান্ডারের উক্ত তথ্যটি মামলার জন্য মারাত্মক।

১৪. মানমা, সরস্বতী সম্পূর্ণা কালাবতী এবং অন্যান্যরা বনাম ম্যানেজার, অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, তাডেপল্লিগুডেম, অন্ধ্র প্রদেশ এবং আরেকজন (২০১০) ৫ এস. এস. সি ৭৮৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, যেখানে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে হাইকোর্ট একটি নতুন মামলা তৈরি করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্যায্য ছিল যা রেকর্ডের প্রমাণ থেকে প্রমাণিত হয় না।

১৫. মানাম সরস্বতী সম্পূর্ণা কলবতীর (উপরে উল্লিখিত) উপরোক্ত মামলায়, মাননীয়া শীর্ষ আদালত ১৫, ১৬ এবং ১৭ অনুচ্ছেদে এই রায় দিয়েছে যে-

> *"১৫. হাইকোর্ট তার রায়ে আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, মৃত ব্যক্তির দ্রুত গতিতে স্কুটার চালানোর সময় পড়ে যাওয়ার এবং মাথায় আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই তথ্য এই মামলার রেকর্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত। পিডব্লিউ ২ তার সাক্ষ্যে স্পষ্টভাবে বলেছে যে, মৃত ব্যক্তি রাস্তার বাম দিকে ধীর এবং সাবধানতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং বাসের চালক হর্ন না বাজিয়ে বেপরোয়া এবং অবহেলার সাথে বাস চালাচ্ছিলেন।*
>
> *১৬. হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে উল্লেখযোগ্যভাবে মৃত ব্যক্তির ড্রাইভিং লাইসেন্স উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং মৃত ব্যক্তির ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকার এবং তার ব্যর্থতার সম্ভাবনা রয়েছে*

অভিজ্ঞতার অভাব এবং মাথার আঘাত বজায় রাখার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কোনও ভিত্তি, যুক্তি এবং যৌক্তিকতা নেই।

১৭. হাইকোর্ট একটি নতুন মামলা তৈরি করে সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ছিল যা রেকর্ডে থাকা প্রমাণ থেকে প্রমাণিত হয়নি। একইভাবে, হাইকোর্ট ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে বিবাদী ১ থেকে ৫ (এখানে আপিলকারী) পুলিশকে প্রভাবিত করার এবং তাদের পছন্দের সময় এবং তারিখ সহ এফআইআর নথিভুক্ত করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না এবং দুর্ঘটনার সময় পিডব্লিউ ২ মৃত ব্যক্তির সাথে না থাকার এবং আপিলকারীর (এখানে উত্তরদাতা ১) বাসটি দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে জড়িত করার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ যদি সত্যিই পিডব্লিউ ২ তার বক্তব্য অনুসারে আঘাতের কারণে ঝোপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হত, তবে তার অন্তত কিছু আঁচড় লেগে যেত এবং তাকে সরকারি হাসপাতালে রেফার করা হত। হাইকোর্টের প্রমাণের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ ভুল এবং ত্রুটিপূর্ণ। হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কোনও ভিত্তি ছিল না যে বিবাদীরা (এখানে আপিলকারী) পুলিশকে প্রভাবিত করার এবং তাদের পছন্দের সময় এবং তারিখ সহ এফআইআর নথিভুক্ত করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

১৬. আমরা দেখতে পাই যে বিজ্ঞ বিচার আদালত যুক্তি উপস্থাপনের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত নীতিগুলি উপেক্ষা করেছেন বলে রায় দিয়েছেন। আসামীদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয় যে প্রয়োজনীয় পক্ষগুলির সাথে যোগদান না করার জন্য মামলাটি খারাপ এবং বিবাদীদের দ্বারা তাদের লিখিত বিবৃতিতে সেই পরিমাণে কোনও যুক্তি গ্রহণ করা হয়নি।

১৭. সুনির্দিষ্টভাবে আবেদন করা হয়নি এমন একটি মামলা আদালত কেবল তখনই বিবেচনা করতে পারে যেখানে সুনির্দিষ্ট শর্তে না হলেও মূল বক্তব্যটিতে প্রয়োজনীয় থাকে। একটি নির্দিষ্ট মামলা তৈরি করার জন্য অনুমান এবং সাধারণভাবে তৈরি করা বিষয়গুলি

জড়িত প্রশ্নটি কভার করে এবং পক্ষগুলি এই ভিত্তিতে এগিয়ে যায় যে এই ধরনের মামলাটি ইস্যুতে ছিল এবং এর উপর প্রমাণ ছিল। যেমন খুব প্রয়োজনীয়তাগুলি ইঙ্গিত করে, এটি কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত যেখানে আদালত সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয় যে আবেদন এবং বিষয়গুলি সাধারণত পরবর্তীকালে উত্থাপিত মামলাটিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পক্ষগুলি বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার কারণে এই জাতীয় বিষয়ে বিচক্ষণতার নেতৃত্ব দেয়। তবে যেখানে আদালত সন্তুষ্ট না হয় যে এই জাতীয় মামলাটি ইস্যুতে ছিল, সেখানে তিনি মামলার পক্ষগুলির জন্য একটি নতুন মামলা বুনতে পারবেন না।

১৮. আমাদের অভিমত হল যে, আবেদন, ইস্যু এবং প্রমাণ ছাড়া আদালত এমন একটি নতুন মামলা তৈরি করতে পারে না যা আবেদন করা হয় না এবং আরও বেশি, আদালত এমন একটি মামলা বিবেচনা করতে পারে না যা সুনির্দিষ্টভাবে আবেদন করা হয় না এবং তর্কের পর্যায়ে কোনও পক্ষের দ্বারা কখন উত্থাপিত হয় তা বিবেচনা করতে পারে না। যেখানে কোনও পক্ষই এই ধরনের যুক্তি পেশ করে না, আদালত স্পষ্টতই পক্ষগুলির মধ্যে এমন একটি মামলা তৈরি করতে পারে না যা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আবেদন করে না।

১৯. বিবাদী/বিবাদীদের দায়ের করা লিখিত বিবৃতিগুলি যদি যাচাই-বাছাই করা হয়, তবে মনে হয় যে বিবাদীরা কখনও আবেদন করেনি যে গৌতম এবং পূর্ণার মামলা প্লটে ০.৭ দশমিক জমির একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল এবং তাদের মামলায় পক্ষভুক্ত করা উচিত।

২০. ২০০৮ সালের ১৭ নং এস. এস. সি ৪৯১-এ বর্ণিত **বাচ্ছাজ নাহার বনাম নীলিমা মণ্ডল এবং অন্যান্যরা** ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে যে আদালত কোনও মামলা বিবেচনা করতে পারে কিনা যা পক্ষগুলির দ্বারা বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়নি। সেই ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালত বলেছিল যে আবেদন ও বিষয়গুলির উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য হল সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং মামলাগুলি প্রসারিত হওয়া বা বিচারের সময় ভিত্তি স্থানান্তরিত হওয়া রোধ করা। এর উদ্দেশ্য হল প্রতিটি পক্ষ যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হতে পারে বা উত্থাপিত হতে পারে সেগুলির প্রতি সম্পূর্ণরূপে সচেতন কিনা তা নিশ্চিত করা। বিবেচনা করা হয়েছে যাতে তারা প্রাসঙ্গিক প্রমাণ রাখার সুযোগ পায়

আদালতের বিবেচনার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির জন্য উপযুক্ত। এই আদালত বারবার বলেছে যে আবেদনগুলি অন্য পক্ষের মামলার উভয় পক্ষকে অবহিত করার জন্য করা হয়েছে, যাতে আদালতগুলি নির্ধারণ করতে সক্ষম হতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে পক্ষগুলির মধ্যে কী একটি সমস্যা, এবং আদালত থেকে কোনও বিচ্যুতি রোধ করতে পারে যা নির্দিষ্ট কারণে মামলা দায়ের করতে হবে।

২১. রাম সরূপ গুপ্তের (মৃত) আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে বনাম বিশুন নারায়ণ ইন্টার কলেজ এবং অন্যান্যরা (১৯৯৭) ২ এস. সি. সি ৫৫৫-এ রিপোর্ট করা ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালত স্পষ্টভাবে বলেছে যে, যুক্তির অভাবে পক্ষগুলির দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ, যদি থাকে, বিবেচনা করা যাবে না এবং এটিও সমানভাবে স্থির করা হয়েছে যে কোনও পক্ষকে তার যুক্তির বাইরে ভ্রমণ করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় এবং পক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মামলার সমর্থনে সমস্ত প্রয়োজনীয় এবং বস্তুগত তথ্যের আবেদন করা উচিত। সেই মামলায় শীর্ষ আদালত আরও বলেছিল যে এই আবেদনের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য হল বিরোধী পক্ষকে যে মামলাটি পূরণ করতে হবে তা নোট করতে সক্ষম করা এবং তার যোগ্যতার ন্যায্য পরিমাণ পাওয়ার জন্য পক্ষকে প্রয়োজনীয় বস্তুগত তথ্য বলতে হবে যাতে অন্য পক্ষ অবাক না হয়।

২২. উপরের উল্লিখিত **বছাজ নাহার (উপরোক্ত)** মামলায়, মহামান্য শীর্ষ আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, এটি স্পষ্ট যে, বিশেষভাবে আবেদন করা হয়নি এমন একটি মামলা কেবল তখনই আদালত দ্বারা বিবেচনা করা যেতে পারে যখন কোনও নির্দিষ্ট শর্ত না থাকলেও, কোনও নির্দিষ্ট মামলা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তি থাকে এবং প্রণীত বিষয়গুলি সাধারণত জড়িত প্রশ্নটিকেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং পক্ষগুলি এই ভিত্তিতে এগিয়ে যায় যে এই জাতীয় মামলাটি ইস্যুতে ছিল এবং তার উপর প্রমাণের নেতৃত্ব দেয়।

২৩. উপরোক্ত আলোচনাগুলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে যে এমন পরিস্থিতি যেখানে মামলা দায়ের করা হয় না তা এখনও বিবেচনা করা যেতে পারে যদি পক্ষগুলি এই জাতীয় বিষয়গুলির সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে সাধারণ ধারণা রাখে এবং উভয় পক্ষই সেই লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য প্রমাণ উপস্থাপন করে।

২৪. তাৎক্ষণিক মামলায়, বাদী/আপিলকারীরা শুকচাঁদ বাওরি এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে তাদের মালিকানা সনাক্ত করে ট্রায়াল কোর্টে তফসিলি সম্পত্তির বিভাজনের জন্য আবেদন জানিয়ে তাৎক্ষণিক মামলা দায়ের করেন, আর.এস. ভাড়াটেদের রেকর্ড অনুসারে, উক্ত সুখচাঁদ বাওরি এবং অন্যান্যরা তাদের সম্পূর্ণ অংশ প্রবোধ এবং প্রভাতের কাছে হস্তান্তর করেন, যারা পালাক্রমে গৌতম, পূর্ণা এবং প্রিয়ব্রতকে বিক্রি করে দেন। উক্ত গৌতম এবং পূর্ণা ২২৩ শতাংশ জমি প্রিয়ব্রতকে হস্তান্তর করেন, যিনি পালাক্রমে বাদী নং ১-এর কাছে বিক্রি করেন। প্রিয়ব্রত মামলার প্লটের ক্ষেত্রে তার অংশ গৌরাঙ্গ ঘোষের কাছেও বিক্রি করেন, যিনি পালাক্রমে সেই অংশ বাদী নং ২-এর কাছে বিক্রি করেন। অন্যদিকে, বিবাদী নং ১ দাবি করেন যে গৌতম, পূর্ণা এবং প্রিয়ব্রত থেকে শেয়ার কিনে তিনি মামলার প্লটের মালিক হয়েছিলেন। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে কোনওভাবে উভয় পক্ষই গৌতম, পূর্ণা এবং প্রিয়ব্রত থেকে সরাসরি ক্রয় করে অথবা প্রিয়ব্রতের পরবর্তী ক্রেতাদের কাছ থেকে মালিক হয়েছিলেন। এটাও স্বীকৃত যে উভয় পক্ষই মামলার সম্পত্তি যৌথভাবে দখল করে আছে এবং মামলার সম্পত্তি এখনও ভাগ করা হয়নি।

২৫. মামলাটি পক্ষগুলির মধ্যে যোগদান না করার ত্রুটির জন্য খারাপ কিনা তা নিয়ে বিচার আদালত কোনও প্রশ্ন তোলেনি এবং বিবাদীরা তাদের লিখিত বিবৃতি দাখিল করে এই আবেদন গ্রহণ করেনি। তবে আদালত উভয় পক্ষকে সুযোগ না দিয়েই হিসাব-নিকাশ করে দেখেছে যে মামলার প্লটের ক্ষেত্রে গৌতম এবং পূর্ণার সামান্য অংশ ছিল এবং তাদের মামলায় পক্ষ করা হয়নি। তাই মামলাটি ওই দুই ব্যক্তি বা তাদের উত্তরাধিকারীদের যোগদান না করার ত্রুটি, যা আমরা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক বলে মনে করি এবং রেকর্ডে থাকা প্রমাণ ছাড়া বিচারিক আদালত একটি নতুন মামলা তৈরি করতে পারে না।

২৬. আইন সুনিশ্চিত যে, প্রয়োজনীয় পক্ষের যোগদান না করার কারণে বিভাজনের মামলা খারিজ করা যাবে না, যদি না বাদী আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের পক্ষগুলিকে যুক্ত করতে ব্যর্থ হন

প্রভাব কর্তৃক। বর্তমান মামলায় আদালত বাদীকে গৌতম ঘোষ এবং পূর্ণ ঘোষকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য কোনও নির্দেশ দেয়নি। আমরা মনে করি যে, পক্ষগুলিকে সুযোগ না দিয়ে বা তাদের বা তাদের আইনি প্রতিনিধিদের বাধা না দিয়ে, অ-যোগাযোগকারীর বিষয়টি ইতিবাচকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে আপিল নিষ্পত্তি করা অবশ্যই উভয় পক্ষের জন্যই ক্ষতিকর হবে।

২৭. আবেদনপত্র এবং ইস্যু ছাড়া, প্রমাণকে নতুন মামলা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না যা আবেদন করা হয়নি। আদালত এমন একটি মামলা বিবেচনা করতে পারে যা বিশেষভাবে আবেদন করা হয়নি, শুধুমাত্র যখন কোনও পক্ষ যুক্তির পর্যায়ে একই যুক্তি উত্থাপন করে যে আবেদনপত্র এবং ইস্যুগুলি একটি নির্দিষ্ট মামলা তৈরি করার জন্য যথেষ্ট এবং পক্ষগুলি সেই ভিত্তিতে এগিয়ে গেছে এবং সেই মামলায় প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। যেখানে কোনও পক্ষই এই ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করে না, সেখানে আদালত স্পষ্টতই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই ধরনের মামলাটিকে আবেদন করা হয়নি বলে ঘোষণা করতে পারে না।

২৮. অতএব, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই বিবেচনায় আছি যে, বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক ১৫.০২.২০২২ তারিখে ২০১৪ সালের টি.এস. নং ১৯১-এ প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রি বহাল রাখা যাবে না এবং সেই অনুযায়ী, এটি বাতিল করা যেতে পারে।

২৯. আশেপাশের তথ্য এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে রাখি যে বিষয়টি ফলস্বরূপ আরও শুনানির জন্য বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্টে রিমান্ডের নিশ্চয়তা দেয়। যখন আমরা রেকর্ডে থাকা প্রমাণগুলি পুনর্বিবেচনা করি তখন আমরা মনে করি যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিম্নরূপঃ -

"পক্ষগুলির ত্রুটির জন্য মামলাটি খারাপ কিনা ?"

৩০. অতএব, আমরা সেই বিষয়টি তৈরি করছি। এর উত্তর না দিয়ে, তাৎক্ষণিক মামলায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় এবং বিষয়টির পুনঃশুনানি প্রয়োজন। যেহেতু নতুন বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে, তাই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলিকে সেই বিষয়ে আবার প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

৩১. উভয় পক্ষকে আরও প্রমাণ যোগ করার সুযোগ দিতে হবে যদি তারা ইতিমধ্যে আনা প্রমাণগুলি রেকর্ডে রাখতে চায়।

৩২. সুতরাং, তাৎক্ষণিক আপিল সেই পরিমাণে অনুমোদিত হয় এবং ১৫.০২.২০২২ তারিখের বিদ্বান বিচারিক আদালত কর্তৃক গৃহীত রায় ও ডিক্রি এতদ্বারা বাতিল করা হয়।

৩৩. যাইহোক, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

৩৪. ফলস্বরূপ, এই আপিলের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আবেদনগুলি এতদ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়।

আমি একমত।

(বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন)

(বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal